BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access, Peer Reviewed-Refereed, International journal)

Doi number-12.2023-39331133

Available Online: www.bijmrd.com| BIJMRD Volume: 1 | Issue: 1 | Dec 2023 | e-ISSN: 2584-1890

সুন্দরবন অঞ্চলের (পশ্চিমবঙ্গ) জনগোষ্ঠীর শিক্ষার অধিকার; একটি পর্যালোচনা।

অনিল বেরা

অধ্যাপক কাকদ্বীপ পি.টি.টি.আই

অতিথি অধ্যাপক সুন্দরবন আশুতোষ বি.এড. কলেজ ফর উইমেন

E-Mail Id :beraanil16@gmail.com

Abstract :

সুন্দরবন অঞ্চলের ভৌগলিক পরিন্ডলে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকার রক্ষিত হওয়ার মর্মমূল দেখাই মূলত এই আলোচনা। শিক্ষার অধিকার মানুষের জন্মগত। শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ তে ৬ থেকে ১৪ বছরের সকল শিশুকে বিনা বেতনে শিক্ষার সাথে নিয়ে আসতে হবে বলা হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের সাধারণ কৃষিজীবী, শ্রমজীবী পরিবারের শিক্ষার্থীরা শিক্ষার অধিকারের প্রবাহমান স্রোতে ভাসছে। শিক্ষার অধিকারের প্রভাবে শিক্ষার্থীরা স্কুল, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে স্থান করেছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা, বিভিন্ন শিক্ষাকে আশ্রয় করে কর্ম প্রবাহে স্থান পাচ্ছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা, সাগর, নামখানা থেকে উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ, সাহেব খালি অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা এই সংগ্রামী মুহূর্তের সহিত ক্রমশ প্রবাহিত। জনসাধারণের কাছে বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে এনজিও ও বেসরকারি সংস্থা। সরকারি অনুদান ও উন্নয়ম্মুখী প্রবাহে মানুষ বিশেষ সুবিধা পাওয়ার কারণে শিক্ষার পথ অনেকটা প্রশস্ত। মাধ্যমিক সমতুল্য পরীক্ষায় শতকরা পাস করার হার পাশাপাশি অন্যান্য অঞ্চলের সমতুল্য। একদিকে দারিদ্রতা অন্যদিকে প্রকৃতির সহিত মোকাবিলা তার সঙ্গে প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে অবস্থান করেও শিক্ষার আসনে শিক্ষার্থীরা অবস্থান করারা প্রবণতা দেখাচ্ছে।

সূচক শব্দ: - শিক্ষার অধিকার, উন্নয়নমুখীপ্রবাহ, বৃত্তিমূলক, এন.জি.ও. প্রবাহমানস্রোত।

প্রস্তাবণাঃ- মায়ের কোলে ঘুমানোর অধিকার শিশুর চিরন্তন, পথ চলতে হবে পথে পথিকের সে আর এক অধিকার। যেকোনো রাষ্ট্রে বসবাস করার অধিকার ওই রাষ্ট্রের বাসিন্দার স্বাভাবিক। শিক্ষা অর্জনের অধিকার ও মানুষের যুগ হতে যুগান্তরের। আইনিভাবে রাষ্ট্রের সকল শিশুকে নির্দিষ্ট

 ll All rights reserved. © 2023

সময়ে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে শিক্ষার আঙিনায় এনে শিক্ষা দেওয়ার প্রবণতা ভারতবর্ষে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকেই কোন না কোন ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। কখনো কমিশনের বক্তব্য, কখনো বা নির্দেশমূলক নীতির ধারাবাহিকতায়। সুন্দরবন অঞ্চল একদিকে ভারত ও অন্যদিকে বাংলাদেশ একদিকে ৪০ শতাংশ অন্যদিকে ৬০ শতাংশ। ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ২ জেলা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মানুষের মধ্যে শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯-এর নীতি অনুযায়ী শিক্ষার বিচ্ছুরিত ধারা পথে শিক্ষার্থীরা আজ প্রবাহিত। 'জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ' এই চরম সত্যের সাথে বসবাস করেও মানুষ শিক্ষার মূল কাঠামোয় স্থান করে নিচ্ছে এক লহমায়। পরিবারগুলি জীবন সংগ্রামে প্রতিনিয়ত আন্দোলিত হচ্ছে তথাপি এভারেস্ট জয়ের মতো শিক্ষার্থীরা ক্রমশ এগিয়েই চলছে। 'আমি ভয় করবনা ভয় করবনা' এই কথা মানুষজনের অন্তরে ক্রমশ ধ্বনিত হতেই থাকে। বন্ধ্যা ধরিত্রির বুকে ফসল ফলানোর মতো মানুষ প্রাকৃতিকদুর্যোগ ও শতবাধা কাটিয়ে আরো উচ্চশীরে সোজা হচ্ছে। একটাই লক্ষ্য আপন অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা। তার ফলশ্রুতি হিসাবা ফাটা হাতে কাঠের ডিঙ্গির দাঁড় টেনে সন্তানকে উচ্চশিক্ষায় দুয়ারে পৌঁছে দিতে পিতা বদ্ধপরিকর। কেবল বাঁচার জন্য সংগ্রাম নয় বাঁচবো বাঁচার মতোই বাঁচবো, এই স্বপ্ন সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে উক্ত অঞ্চলের। ফলত জীবন পরিক্রমায় কেবল খালি হাত তাদের নয় আছে শক্তিশালী অস্ত্র 'পেন'ও।

State main of the problem

৬ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক সকল শিক্ষার্থীকে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের যে সূচি তা শিক্ষার অধিকার আইনে বলা হয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার শিক্ষার্থীরা এই আইনের দ্বারা আবদ্ধ। তারা ক্রমশ বিদ্যালয় মুখি। সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত। তাদের শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্র। সহায়ক ভূমিকা দেখিয়েছে অনেক এনজিও। শিক্ষা অধিকার আইনের যে সুবিধা তা শিক্ষার্থীরা ক্রমশ পাচ্ছে। বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীরা প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে বিদ্যালয় মুখী।

Objective of the study

সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রবাহমানতা কতখানি তাহাই জানার উদ্দেশ্য এই আলোচনার। অন্যদিকে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক সকল শিশু যে শিক্ষার আঙিনায় আসার মত কিরূপ পরিস্থিতি তা নিরীক্ষণ করা। বাস্তব পরিস্থিতিতে পরিবার গুলির মধ্যে মানসিক পরিবর্তন হচ্ছে কতখানি তাও একবার অনুসন্ধান করে দেখা। পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও এর তৎপরতা এবং সরকারি পদক্ষেপ মানুষকে শিক্ষার স্রোতে আসতে সাহায্য করছে কিভাবে তাও খুঁজে দেখা। দূষণমুক্ত পরিবেশে উন্নত মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা গৃহকাজের ফাঁকে ফাঁকে পঠন-পাঠন আর ওই পরিস্থিতি থেকেও উচ্চশিক্ষার দুয়ারে স্থান করেছে কিভাবে তাহাই পর্যালোচনা মূলত এই ক্ষেত্রে।

Signification of the study.

একাধিক গবেষণা কিংবা সুন্দরবন বিষয়ক তথ্য নির্ভর পুস্তকে যেখানে উক্ত অঞ্চলের নানার খুঁটিনাটি তথ্য দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে পূর্বে। শিক্ষার অধিকার আইনে উক্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা কিভাবে আচ্ছন্ন তা দেখানো মূলত এই পর্যালোচনার বিষয়। কেবল স্বাভাবিক স্কুল কেন্দ্রিক নয় পাশাপাশি তারা শিক্ষার উচ্চস্তরে অবস্থান করছে। মূলত শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত বিষয় অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে ভূমি দেখা হয়েছে এখানে। মানুষের জীবন নদী কেন্দ্রিক। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও জীবনে বেঁচে থাকার জন্য উপার্জন করতে গিয়ে প্রাণ যায় বাঘ অথবা কুমিরের পেটে। সেখানেই মানুষ শিক্ষা অর্জনের রাস্তায় পা বাড়াচ্ছে। একদিকে লোকায়ত সংস্কৃতি, বিশেষত বিশ্বাসের দ্বারাই বেঁচে

 ll All rights reserved. © 2023

থাকার ইতিবৃত্ত (গঙ্গা, দক্ষিণারায়, মনসা, বনবিবি, বিশালক্ষী) ঠিক তার পাশেই শহরে সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে মেশার ইচ্ছা শিক্ষা জগৎকে আশ্রয় করে। শিক্ষার স্রোতে মানুষ পা বাড়ানোর তাগিদে আজ ১৪ বৎসর বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার পাট নেই বললেই চলে। বুদ্ধিদীপ্ত ভাবনায় মেয়েরাও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সমতুল্য স্তরে উপনীত হচ্ছে। শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী পরিবারের সন্তানরাওশিশু শ্রমিকের বিপরীতে আপাতত স্কুলমুখী হয়ে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হচ্ছে। পরবর্তী পর্যায়ে একাধিক দক্ষতা ভিত্তিক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। চেষ্টার দ্বারা মানুষ সাফল্য অর্জন করার যে ভাবনা উক্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে তা লক্ষণীয়। মূলত আর্থিক অনুদান কিংবা বিশেষ সংস্থা তাদের এগিয়ে দিতে ইন্ধন দিয়ে ইচ্ছাশক্তি ও উদ্দমকে আরো বাড়িয়ে তুলছে। একদিকে হাতে কাস্তে, কোদাল বা ডিঙ্গির দাঁড় ঠিক পরক্ষণেই ওই হাতে ধরছে পেন ফলত এগিয়ে চলার অদম্য ইচ্ছা শক্তি তাদের স্থান দিচ্ছে শিক্ষার উচ্চস্তরে।

ভারত কিংবা বাংলাদেশে নয় সারা বিশ্বে পৃথিবীর সবথেকে বড় ব-দ্বীপ হলো এই সুন্দরবন অঞ্চল। লোক পরম্পরায় সুন্দরবনের নাম নাকি সুন্দরী গাছ থেকেই। ম্যানগ্রোভ অরণ্য গজিয়ে ওঠা সুন্দরী গাছ আর ওই গাছের নাম থেকেই উক্ত স্থানের এরূপ নাম। গাঙ্গেয় ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপ, পশ্চিমে হুগলি থেকে পূর্বে মেঘনা নদী অবধি বিস্তৃত আর অপরদিকের অংশ বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের খুলনা, সাতখিয়া, বাগেরহাট থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় এই সুন্দরবনের পরিব্যপ্তি। এ পর্বের আলোচনার সীমানায় মূলত দুই চব্বিশ পরগনা। সুন্দরবন অঞ্চলের মধ্যে মোট ১০২ টি দ্বীপ যার মধ্যে মানুষ বসতি স্থাপন করেছে ৫৪টি দ্বীপে আর ৪৮টি দ্বীপে এখনো মানুষের অস্তিত্ব নেই। ঐতিহাসিক সত্যের নিি মুঘল শাসকরা উক্ত অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য তৎপর হয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে ব্রিটিশ আমলে একাধিক গ 3 স্থানগুলি পরিদর্শন করে দুর্গ নির্মাণ করেন। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার মধ্যে সুন্দরবনের সীমান্তবর্তী যে সমস্ত স্থান তা সাগর, কুলপি, জয়নগর (১), কুলতলী, ক্যানিং, গোসাবা, হিঙ্গলগঞ্জ, পাথরপ্রতিমা, কুমারিমারি, মৈপীঠ, বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, সাহেবখালি সহ শামসেরগঞ্জ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমার মধ্যে আছে মোট ১৩ টি দ্বীপ যার মধ্যে এখনো লুথিয়ান ও ধোনচি দ্বীপে মানুষের বসবাস নেই। একটি সপ্তমুখী ও বঙ্গোপসাগরের সংযোগস্থল অপরটি ঠাকুরান নদী ও বঙ্গোপসাগরের মিলন ক্ষেত্র।

সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে নানান প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার স্রোতে ভেসে চলার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে একাধিক তৎপরতায়। জীবিকার বহুমুখীণতা নেই। ক্ষুন্নিবৃত্তির তাড়নায় মানুষ হয়তো অন্য রাজ্যে (বেশিরভাগ কেরল, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট) পাড়ি দিচ্ছে তবে নদী কেন্দ্রিক স্থানটির মানুষজনের জীবিকা মৎস্য নির্ভর ও একক ফসল কেন্দ্রিক। খাড়িভূমিতে ভেনামি কিংবা বাগদা চাষ করে মানুষ কিছু হলেও সমৃদ্ধ হচ্ছে। রবি শস্য সব স্থানে নেই আবার সাগর অঞ্চলের মানুষ পানের চাষ করে আর্থিক দিক দিয়ে অনেক সমৃদ্ধশালী। গোসাবা, ক্যানিং, কুলতলী, সাহেব খালি এলাকায় মানুষরা কেবল একক ফসল নির্ভর। আবার রুজি রোজগারের জন্য বনে মধু সংগ্রহ ও কাঁকড়া ধরা বা নদীর জোয়ারে মিন ধরা জীবিকার অন্যতম দিক। দুর্ভাগ্যবশত গোসাবা থানার পাশাপাশি কাঁটাখালি নামক স্থানে বেশিরভাগ মানুষ বাঘের কবলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে। সর্বোপরি প্রতি বছর কোন না কোন ঘূর্ণাবর্তের জেরে মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিগত বৎসর গুলিতে হুদহুদ, ফোনি, বুলবুল, আয়লা, আমফান, ইয়াস মানুষকে ক্রমশ বিপদগামী করছে। পাশাপাশি নোনা জলের দুকুল ছাপিয়ে যাওয়ার কারণে প্রতিনিয়ত কৃষি

ফসল ও মৎস্য চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আসে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, মানুষ পায় অনুদান তার মাঝে মানুষ জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেয়ে জ্ঞান প্রাপ্তির মতোই শিক্ষা লাভের আশায় বিদ্যালয়ে পাঠায় সন্তান-সন্ততিদের। ওপার বাংলা থেকে চলে আসা মানুষ ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যেঅবস্থান করে এদেশিয় আঞ্চলিক ভাষা ও অর্থনীতির সহিত নিজেদের একাত্মপ্রাপ্ত করেছে। জনগোষ্ঠী মূলত দুই বাংলার মিশ্রণ। জীবন যাপনের সীমাবদ্ধতা একটি নির্দিষ্ট তলেই সীমায়িত। কলস, বনিক্যান, দ্যোবাঁধ, সজনে খালি সংলগ্ন দ্বীপগুলির পাশাপাশি মানুষ মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের মুখে, মিন ধরতে গিয়ে কুমিরের মুখে পতিত হচ্ছে। পাশাপাশি ছোট্ট ডেঙ্গিকে অবলম্বন করেই মানুষ নিত্যদিনের দিন গুজরান করেই চলেছে। কেবল বেঁচে থাকার তাগিদেই জীবন সংগ্রাম এক কথায় বলতে হয় 'মধু আনতে বাঘের মুখে, মাছ ধরতে কুমিরের মুখ', সবমিলিয়ে প্রতিনিয়ত নিরাপত্তা চাহিদাই প্রধান।

বিশ্বায়নের ধুন্দুমার হিড়িকে মানুষ স্বাধীন চিন্তা এবং নিজস্ব স্বতন্ত্রবোধে আবদ্ধ হতেই চাইছে। মানুষ বেঁচে থাকার জন্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, সেখানেই শিক্ষার অধিকার মাথা ছাড়া দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক উন্নত পাকা রাস্তা এই দ্বীপগুলির মধ্যে আজ বহুদূর প্রসার লাভ করেছে। একটি থেকে আরেকটি দ্বীপে আড়াআড়িভাবে ফেরি সার্ভিস হয়েছে ফলে মানুষ নির্দিষ্ট সময়ে অর্থ ব্যয় করে হলেও তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যাচ্ছে। উল্লেখ করা যেতে পারে এই যোগাযোগের নতুন দিগন্ত ক্যানিং ব্রিজ ও কুলতলী ব্রিজ। একদা গঙ্গাসাগর মানুষের কল্পনার অতীত, সেই স্থানে মানুষ কলকাতা থেকে অনায়াসেই আসতে পারেন। মাঝে মাত্র ৪০ থেকে ৪৫ মিনিটের জলপথ, বাকি স্থল পথেই মানুষ আসতে পারেন। বাইরের পর্যটকরা বকখালি, সাগর কিংবা গোবর্ধনপুর সি-বিচ অথবা মৌসুনিতে আসার ফলে সংস্কৃতির সমন্বয়ে তো হয়েই চলেছে। বিশেষত উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা হওয়ার কারণে বাইরের সাথে গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের সংযোগ সম্ভব হয়েছে। শহরের সংস্কৃতির সহিত একাত্মতার কারণে প্রজ্ঞাদীপ্ত মেধা যা পরিবেশের কারণে বিলীন হতো তা আজ প্রস্ফুটিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। লন্ডন কিংবা লক্ষ, হারিকেনে আলোর বিপরীতে কিছু কিছু দ্বীপে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে। মানসিক কৌলিন্য তাকে কাটিয়ে মানুষ তার সন্তানদের আপাতত স্কুল স্তর পর্যন্ত পাঠিয়ে তারপরেই কর্মমুখী করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বন্ধ্যাধরিত্রির বুকে ফসল ফলানোর জন্য যেমন কখনো কখনো প্রকৃতির দান বৃষ্টি নেমে আসে ঠিক তেমনি উক্ত অঞ্চল গুলিতে শিক্ষাবিতরণ ও মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য কিছু কিছু এন.জি.ও ভূমিকা পালন করেছে। প্রসঙ্গত পাথরপ্রতিমা রানার্স মানুষের মধ্যে উন্নত জীবন বোধের পরিচয় দিতে তাদের লাইফহুড প্রজেক্ট। জৈব সার ব্যবহারে কৃষি ক্ষেত্রের বিভিন্ন উপযোগিতা সম্পর্কে নতুন দিগন্ত এনেদিয়েছে। পাশাপাশি বনশ্যামনগর অঞ্চলের গঙ্গাপুর গ্রামে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা বিতরণের প্রয়াস দেখা গিয়েছে এই রানার্স এর। মাসএডুকেশন পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য গোপালনগর অঞ্চলের অন্তর্গত দুর্গা গোবিন্দপুর গ্রামে শিশু শিক্ষার পথ খুলেছে। পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ করে আদিবাসী সমাজের কাছে শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করেছে 'আদিবাসী কল্যাণ সমিতি নামক' একটি স্কুল। বিদ্যালয়টি অবস্থিত গোসাবা ব্লকের পাঠানখালী গ্রামে। ওই অঞ্চলের আদিবাসী সমাজকে বিশ্ব ব্যাংক ব্যবস্থা অনুদান দেওয়ার কারণে আজ অনেক উন্নত জীবনের পরিচয় দিতে পেরেছে আদিবাসী সমাজ। একদা পাথরপ্রতিমা থানার অচিন্ত্য নগর গ্রামে সবুজ সংঘ এন.জি.ও. শিক্ষাবিতরণের ঢেউ মানুষজনের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমানে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য যে সুযোগ-সুবিধা তার বহিঃপ্রকাশে

কাকদ্বীপ থানার অন্তর্গত 'সুন্দরবন আশুতোষ বিএড কলেজ ফোর উইমেন' এই প্রথম দক্ষিণ২৪ পরগনা জেলার মেয়েদের শিক্ষকতা কাজের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। পাথরপ্রতিমা থানার বরদাপুর গ্রামের স্বেচ্ছাসেবী ক্লাব, পাশাপাশি 'শক্তি' নামক একটি এন.জি.ও. সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শিক্ষাবিতরণের ঢেউকে আরও উন্মুক্ত করেছে। ফাঁকা ঘর যেখানেই শক্তির পঠন-পাঠন সেখানেই।

শিক্ষা চিন্তার নবতম প্রবাহমানতা সমগ্র সুন্দরবন জুড়ে। মানুষের বেঁচে থাকার মত কোন কোন ব্লক সত্যি সঙ্গীন তবুও বর্তমান সময়ের নিরিখে তাদের মানসিক বল ও অদম্য ইচ্ছা শক্তি ক্রমশ তাদের এগিয়ে দিচ্ছে শিক্ষার মূল প্রবাহে। ১৯৫০ সালে ভারতবর্ষে যখন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের তকমা পায় তখনই নির্দেশাত্মক নীতির ৪৫ নম্বর ধারায় শিক্ষার অধিকার প্রসঙ্গে কথা বলা হয়। শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ পূর্ববর্তী বক্তব্যের নবতম সংযোজন। ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক সকল শিশুকে মূলত প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণে ভর্তি করতেই হবে। এই সত্য উক্ত সুন্দরবনের পরিবারের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কতখানি সত্য তাহাই বিচার্য বিষয়। আইনে বিশেষভাবে বলা হয় স্কুল ভর্তি না হওয়া বা প্রারম্ভিক শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত শিশুদের সুযোগ প্রদান। এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা দিতে হবে যা ২ নম্বর ধারায় বলা হয়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলা হয় পিতা-মাতাকে শিশুর ভর্তির ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। আনন্দময় নীতিকে সামনে রেখে শিক্ষকরা পাঠ্যক্রম বিষয়ে তৎপর হবেন।

সুন্দরবনের যে সমস্ত ভৌগোলিক পরিমণ্ডল আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছে সেই সমস্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা কিভাবে এই আইনের বশবর্তী হয়ে বর্তমানে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হচ্ছে তাহাই দেখার বিষয়। কিছু তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার অধিকার আইনের ফলপ্রসু বিষয় ধরা যেতে পারে। ক্যানিং, কুলতলী থেকে শুরু করে পাথরপ্রতিমা সহ একাধিক স্থানে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় মুখী হওয়ার প্রবণতা দীর্ঘ ১০ বৎসর আগের তুলনায় অনেক বেশি। বর্তমান বছরে এই সুন্দরবনের মাধ্যমিক পরীক্ষার শতকরা পাশের হার ৮৬ শতাংশ যা পাঁচ বছর আগের তুলনায় অনেক বেশি। বিদ্যালয়ে ছুটের সংখ্যা প্রায় নেই বললেই চলে, শিক্ষার্থীরা দুপুরের মিড ডে মিলকে আশ্রয় করে বিদ্যালয়ে আসে। পাস ফেল প্রথা না থাকার কারণে শ্রেণী উত্তীর্নের কোন সমস্যা হয় না। দৈহিক বিকাশ ও মানসিক উন্নয়ন যে ফলাফল তারা পায় তাকে আশ্রয় করেই পরবর্তী বৃত্তিমুখী জীবনে অগ্রসর হতে পারে। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে মানবাধিকার প্রসঙ্গে UNESCO শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার বলে ঘোষনা করে। আজকের সময় দাঁড়িয়ে সুন্দরবনের শিক্ষার্থীদের কাছে একই তলে বিবেচ্য।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় ইঙ্গিতের চিহ্ন দেখা যায় একাধিক উদাহরণ প্রসঙ্গে। শ্রেষ্ঠ আসন লাভের আশায় তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হয়েও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উপনীত মল্লিকা সরদার। (গোসাবা ব্লক দক্ষিণ রাধানগর গ্রাম) নদীপথ কে অতিক্রম করে K Plot -এ মেধাবী শিক্ষার্থী অনুপম মাইতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত। আজকের সময় দাঁড়িয়ে কৃষি ও অর্থনীতিতে আশ্রয় করে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা মেয়েকে শিক্ষার আলোকবর্তিকায় স্নানিত করতে চাইছে। ফলশ্রুতি হিসেবে পাই পাথরপ্রতিমা থানার G Plot সুস্মিতা জানাকে। সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দিরের শিক্ষার্থীদের পশ্চিমবঙ্গে বিগত বছরের স্থান করা কিংবা ২০২৩ সালে বামানগর সুবালা স্কুল থেকে প্রথম দশ জনের মধ্যে অভীক আদকের অবস্থান মেধা উন্নয়নের বহিপ্রকাশ। অনুপমা মাইতি (পশ্চিম শ্রীপতিনগর, পাথরপ্রতিমা থানা) সংগ্রামী চেতনার দ্বারা শিক্ষা গ্রহণের

নবউন্মাদনায় নতুন জ্ঞানেরআলোকে আলোকিত হতে চাইছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত। তিন ঘন্টা নদীপথ অতিক্রম করে জানার অদম্য বাসনায় ছুটে আসে কলেজ প্রাঙ্গনে।

উপসংহার

জ্বলন্ত নীহারিকা থেকে যেমন উৎপত্তি লাভ করে লেলিহান শিখার দেদীপ্যমান তারকা, ঠিক তেমনি শিক্ষার অধিকার আইনে সুন্দরবন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর শিক্ষার সমতা বিধান, লক্ষ্য পূরণ অথবা সম্ভাবনা গড়ে তুলছে বিশ্বাসের ধ্রুবলোক। বনের বিশেষণ হিসাবে যেমন সুন্দর শব্দের অবস্থান পাশাপাশি এলাকার শিক্ষার্থীরা আরো সুন্দর। যারা আজও শিক্ষার জয়ধ্বজা উড়িয়ে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকারে মত্ত। শিক্ষা অর্জনের ঐশী মহিমায় যে সত্যদর্শন, নিষ্ঠা তা থেকে মনে হয় তারা সত্য ও সুন্দরের পূজারী (Beauty is truth, Truth beauty)। শিক্ষার দ্বারাই মানুষের চেতনা আসে, চেতনা জাগ্রত করে বিপ্লবের আর বিপ্লব পথ দেখায় মুক্তির। সহস্র বন্ধন থেকে উক্ত অঞ্চলের শিশু মন হতে চায় বিহঙ্গসম। শিক্ষাকে অবলম্বন করে শত বাধা কাটিয়ে মানুষ চরৈবেতির মন্ত্রে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। অথচ মানুষের অবস্থান- 'শ্রমকূনাঙ্ক কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি তলে'। ঝরঝরো মুখর দিনে বাদল ধারার মতো তাদের মাথায় শিক্ষার আশীষ স্বয়ং মহাদেব যেন ঢেলেই চলছে। এই আশীর্বাদ মানুষের কঠিন পথ অতিক্রান্তের ফলাফল, স্বয়ং ঈশ্বরের অবদান। কারণ তিনি সর্বত্র বিরাজমান। উপনিষদের কথায়,- "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাৎ জগৎ"।

গ্রন্থপঞ্জি নির্দেশাবলী

মিত্র শিবশঙ্কর, সুন্দরবন সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৮ সরকার কানাইলাল, সুন্দরবনের ইতিহাস, রূপকথা প্রকাশন, গোসাবা, ২০১৫

চৌধুরী খসরু, সুন্দরবনের বাঘের পিছু পিছু, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬

রায় প্রণব কুমার, সুন্দরবনের পেশাজীবী সম্প্রদায়ের সমাজ ও সংস্কৃতি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১২

ঘোষাল ইন্দ্রাণী, সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন, তাদের লোকসংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্য, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ২০০৬

সেনগুপ্ত সুধীন, সুন্দরবন জীব পরিমণ্ডল, আনন্দ পাবলিশার্স, ভারত, ২০১৫ আজিজ এম এ, সুন্দরবনের প্রকৃতিক ইতিহাস, প্রথমা প্রকাশনী, বাংলাদেশ, ২০২২ জলিল এ এফ এম আব্দুল, সুন্দরবনের ইতিহাস, আহমেদ পাবলিশিং হাউস, বাংলাদেশ, ২০১৯

পাত্র শুধাংশু, প্রকৃতি, পরিবেশ ও মানুষ, দেজ পাবলিশিং হাউস, ভারত, ২০০৫ বাতেন মোহাম্মদ আব্দুল, সুন্দরবনের ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও বনজীবী মানুষের কথা, অনিন্দ্য প্রকাশ, বাংলাদেশ, ২০১৪

চৌধুরী কমল, চব্বিশ পরগনা: উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন, দেজ পাবলিশিং, ভারত, ২০১৬

গুড়িয়া মহাদেব, দক্ষিণ ২৪ পরগনা সমগ্র জেলার ইতিহাস ও পত্নতত্ত্ব, পান্ডুলিপি, ভারত, ২০১৩

Citation: **বেরা. অ,** *(2023)* **"সুন্দরবন অঞ্চলের (পশ্চিমবঙ্গ) জনগোষ্ঠীর শিক্ষার অধিকার; একটি পর্যালোচনা"** *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-1, Issue-1 Dec-2023.